সিনহা হত্যা: টেকনাফে তদন্ত কমিটির গণশুনানি আজ

কক্সবাজারে সাবেক সেনা কর্মকর্তা মেজর সিনহা মো. রাশেদ খান হত্যা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আজ রোববার ‘গণশুনানি’ করবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গঠিত তদন্ত কমিটি।

সকাল ১০টায় টেকনাফ শামলাপুর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ইনচার্জের (সিআইসি) কার্যালয়ে এই গণশুনানি শুরু কথা রয়েছে। তবে টেকনাফে বৈরী আবহাওয়ার কারণে গণশুনানির সময় পেছাতে পারে বলে জানা গেছে।

শুনানিতে প্রত্যক্ষদর্শীরা উপস্থিত থাকবেন। এ বিষয়ে গত বুধবার কক্সবাজারের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও মেজর (অব.) সিনহা রাশেদ খানের নিহতের ঘটনা তদন্তে গঠিত কমিটির সদস্য মোহাম্মদ শাজাহান আলি স্বাক্ষরিত গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

৩১ জুলাই রাতে কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের বাহারছড়া ইউনিয়নের শামলাপুর এলাকায় চেকপোস্টে পুলিশের গুলিতে নিহত হন মেজর (অব.) সিনহা মো. রাশেদ খান।

এ ঘটনায় মেজর সিনহার বোনের করা মামলায় পরিদর্শক লিয়াকত আলীকে প্রধান আসামি এবং ২ নম্বর আসামি করা হয় টেকনাফ থানার ওসি প্রদীপ কুমার দাশকে।

তারা ছাড়াও সাত জনকে এজহারভুক্ত আসামি করা হয়েছে। আলোচিত এই মামলায় অন্য আসামিরা হলো, এসআই নন্দ দুলাল রক্ষিত, কনস্টেবল সাফানুর করিম, কামাল হোসেন, আবদুল্লাহ আল মামুন, এএসআই লিটন মিয়া, এএসআই টুটুল ও কনস্টেবল মোহাম্মদ মোস্তফা।

এ মামলার চার আসামি ও পুলিশের দায়ের করা মামলার তিন সাক্ষীসহ সাতজন র্যাব হেফাজতে ৭ দিনের রিমান্ডে রয়েছে।

প্রধান আসামি পরিদর্শক লিয়াকত আলী এবং ২ নম্বর আসামি টেকনাফ থানার বহিষ্কৃত ওসি প্রদীপ কুমার দাশ ও এসআই নন্দ দুলাল রক্ষিত জেলা কারাগারে রয়েছে।

এ ঘটনায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ গত ২ আগস্ট চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন) মোহাম্মদ

মিজানুর রহমানকে আহ্বায়ক করে চার সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে।

এই কমিটি সরেজমিনে তদন্ত করে ঘটনার কারণ ও উৎস অনুসন্ধান করবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে মতামত দেবে।

মন্ত্রণালয় প্রথমে সাত কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়ার কথা থাকলেও অতিরিক্ত আরও সাত কর্মদিবস সময় বাড়ানো হয়েছে।

সূত্র- যুগান্তর

ঝুলে আছে ৭ সহস্রাধিক শিক্ষকের নিয়োগ

সারা দেশে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিরাজ করছে শিক্ষক সংকট। বিশেষ করে জেলা বা উপজেলা পর্যায়ের স্কুলগুলোতে তা চরম আকার ধারণ করেছে। ২০১৯ সালে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সংকট দূর করতে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় সাত সহস্রাধিক উত্তীর্ণ হলেও নানা জটিলতায় ঝুলে আছে তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া। নেয়া হচ্ছে না মৌখিক পরীক্ষা। ফলে চরম দুশ্চিন্তায় রয়েছেন এ নিয়োগপ্রার্থীরা।

জানা গেছে, ২০১৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ২০১৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর এ নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং ২০ নভেম্বর লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) জানিয়েছে, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সর্বশেষ শিক্ষক নিয়োগ হয়েছিল ২০১১ সালে।

এরপর থেকে বিসিএসের নন-ক্যাডার থেকে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছিল। তবে বিসিএস নন-ক্যাডার থেকে স্কুলগুলোর জন্য বিষয়ভিত্তিক পর্যাপ্ত শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছিল না।

তাছাড়া, বিসিএসের নন-ক্যাডার থেকে যারা শিক্ষক পদে নিয়োগ পেয়ে আসেন, তাদের বেশিরভাগই পরে অন্য চাকরিতে চলে যান। এতে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক সংকট থেকেই যায়।

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগের প্রার্থীরা জানান, তারা ৭ হাজার ১৬১ জন লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও অনেকেই বিভিন্ন পদে এরই মধ্যে চাকরি পেয়ে গেছেন। কেউ কেউ ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে চলতি জুলাই পর্যন্ত পিএসসির অধীন অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির চাকরির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন বা অপেক্ষায় আছেন। এ সময়ের মধ্যে ৩৭তম বিসিএসের নন-ক্যাডার দ্বিতীয় শ্রেণিতে ১ হাজার ৩৬৫ জন নিয়োগ পেয়েছেন।

৩৮তম বিসিএসে ২ হাজার ২০৪ জন নিয়োগ পেয়েছেন। এ ছাড়াও ৪ জানুয়ারি ৪০তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এ নিয়োগ থেকে অপেক্ষমাণ তালিকা করার দাবি জানিয়েছেন প্রার্থীরা। তারা জানান, যে শিক্ষক সংকট চলছে, তাতে শূন্য পদের অপেক্ষমাণ তালিকা করা জরুরি। সরকারি নিয়োগে অপেক্ষমাণ তালিকা থাকলে কোনো পদ শূন্য থাকবে না। প্রার্থীরা আরও জানান, ১ হাজার ৩৭৮টি পদের বিপরীতে তারা পাস করেছেন ৭ হাজার ১৬১ জন। পরে পদ বাড়িয়ে ১ হাজার ৯৯৯টি করা হয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) বরিশাল আঞ্চলিক পরিচালক অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, বরিশাল বিভাগের ২২টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট ভয়াবহ। স্থায়ী প্রধান শিক্ষক আছেন মাত্র দুটিতে। তিনি মাউশিকে পরিসংখ্যানে দেখিয়েছেন, স্কুলগুলোতে গড়ে ৩৮ ভাগ শিক্ষক নেই। তবে বরিশাল নগরীর দুটি স্কুল বাদ দিলে এ পার্সেন্টিজ দাঁড়াবে ৫০ শতাংশ।

তিনি জানান, চলতি সপ্তাহে মাউশির পরিচালককে (মাধ্যমিক) এ বিষয়ে লিখিত তথ্য দিয়েছেন। দীর্ঘদিন শিক্ষক নিয়োগ এবং পদোন্নতি বন্ধ থাকায় এ জট সৃষ্টি হয়েছে বলে প্রফেসর মোয়াজ্জেম হোসেন উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রত্যন্ত এলাকা বিশেষ করে ভোলার দৌলতখান, পিরোজপুরের কাউখালী এবং বরগুনার বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা খুবই খারাপ।

বরগুনা সরকারি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আজহারুল হক জানান, ৫২ জন শিক্ষক পদের বিপরীতে কর্মরত আছেন মাত্র ১৫ জন। মাত্র ১৫ জন শিক্ষক দুই শিফটে প্রায় এক হাজার

শিক্ষার্থীকে পাঠদান অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বরগুনা সরকারি বালক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাহমুদ চৌধুরী জানান, তার প্রতিষ্ঠানে ৫১ শিক্ষক পদের বিপরীতে আছে ২২ জন।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক বেলাল হোসেন বলেন, এ নিয়োগ কার্যক্রমটি পিএসসি নিয়ন্ত্রণ করে। তবে পরীক্ষা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার ফলও প্রকাশ করা হয়েছে। মৌখিকের জন্য ডাকা হবে এমন সময় করোনায় আসায় তা হয়নি। তবে খুব শিগগিরই তা অনুষ্ঠিত হবে। তবে এ বিষয়ে পিএসসি সচিব আছিয়া খাতুনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

সূত্র- যুগান্তর

এবার মক্কা-মদিনার মসজিদ পরিচালনা কমিটিতে ১০ নারী

নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপের অংশ হিসেবে এবার পবিত্র দুই মসজিদ মক্কা ও মদিনার পরিচালনা কমিটির ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে ১০ জন নারীকে নিয়োগ দিল সৌদি আরব সরকার।

মক্কা-মদিনার মসজিদ পরিচালনা কর্তৃপক্ষ শনিবার এক বিবৃতি এ সিদ্ধান্তের কথা জানায়। খবর আরব নিউজের।

পরিচালনা কমিটির ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে ১০ নারী নিয়োগের ব্যাপারে বিবৃতিতে বলা হয়েছে- “গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বস্থানে নারীর ক্ষমতায়ন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। উন্নয়ন এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব প্রতিফলিত হবে।”

সৌদি সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম এসপিএতে বলা হয়েছে, পবিত্র দুই মসজিদের কার্যক্রমে কমিটিতে নিয়োগ পাওয়া নারীদের অংশগ্রহণ থাকবে। সেসব কার্যক্রম নির্দেশিকা প্রণয়ন, নির্দেশ, প্রকৌশলী, প্রশাসনিক বা তদারকি পরিষেবা যাই হোক না কেন।

পবিত্র কাবা শরীফের কিং আব্দুল আজিজ কমপ্লেক্সের উপ-প্রধান

আব্দুল হামিদ আল-মালিকি বলেন, গ্র্যান্ড মসজিদে আসা মানুষদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই নারী। তাই কমিটিতে নারী নেতৃত্ব থাকলে আরও ভালো মানের সেবা নিশ্চিত করা যাবে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান-কে কোথায় এগিয়ে, কোথায় পিছিয়ে?

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভাগ হয়েছিল ভারত-পাকিস্তান। সেই দেশভাগেরও ২৪ বছর পর ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। সেই দেশভাগের ৭ দশক পর এই তিনটি দেশ কেমন আছে? রাষ্ট্রীয়, অর্থনীতি এবং সামাজিক ক্ষেত্রে কতটা সমৃদ্ধি অর্জন করেছে এই তিন দেশ?

সেই পরিসংখ্যান নিয়েই এবারের আয়োজন। এই পরিসংখ্যানে প্রমাণ হয়, পাকিস্তানের চেয়ে প্রায় সবক্ষেত্রেই এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। অনেক ক্ষেত্রে ভারতের থেকেও এগিয়ে। যদিও বাকি দুই দেশের চেয়ে অনেক পরে স্বাধীনতা পেয়েছে বাংলাদেশ।

মাথাপিছু জিডিপি: তিন দেশের মধ্যে মাথাপিছু জিডিপিতে শীর্ষে ভারত। তাদের জিপিপি ২১৬৯ ইউএস ডলার। এরপরই আছে বাংলাদেশ (১২৮৭.৮) এবং সবার শেষে পাকিস্তান (১১৮৫.৫)।

জিডিপি: এখানেও শীর্ষে আছে ভারত। তাদের জিডিপি ২.৯। এরপর আছে বাংলাদেশ (২০৯.৯৭) এবং পাকিস্তান (২৫৬.৭৩)।

গ্রস সেভিংস জিডিপি: এক্ষেত্রে শীর্ষ দেশটির নাম বাংলাদেশ (৩৩.৩%)। এরপর আছে ভারত (৩১.১%) এবং সবার শেষে পাকিস্তান (১৯.৩%)।

ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ : সহজে ব্যবসা করার পরিবেশ এবং সুবিধার দিকে দিয়ে এই তিন দেশের মধ্যে শীর্ষে আছে ভারত। ১০০ মার্কের মাঝে তারা পেয়েছে ৭১.১। এরপর আছে পাকিস্তান (৬১.০) এবং এক্ষেত্রে সবার

পেছনে পড়ে গেছে বাংলাদেশ (৪৫.১)।

দারিদ্রসীমার নিচে থাকা নাগরিক: এক্ষেত্রে তিন দেশের পরিস্থিতিতে খুব একটা বড় পার্থক্য নেই। তিন দেশেই অসংখ্য মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করেন। যার মাঝে ভারতের ২১.৯%, বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের সমান ২৪.৩% মানুষ আছেন।

শিশুমৃত্যুর হার: এক্ষেত্রে বাকি দুই দেশের চেয়ে বাংলাদেশের অবস্থা অনেক ভালো। ভারতে যেখানে প্রতি ১০০০ জনে ২৯.৯ এবং পাকিস্তানে ৫৭.২ জন শিশু মারা যায়, সেখানে বাংলাদেশ এই শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে এনেছে ২২.১ জনে।

শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ : ৫-১৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ শীর্ষে। রেটিং ৪.১। ভারতের ৫.৭ এবং খুব খারাপ অবস্থায় থাকা পাকিস্তানের রেটিং ৯.৭।

প্রাথমিক শিক্ষা: শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে রীতিমতো ছক্কা মেরে দিয়েছে বাংলাদেশ (১১৬.৫%)। এরপর আছে ভারত (১১২.৯%) এবং পাকিস্তান (৯৪.৩%)।

শিক্ষার হার: এক্ষেত্রে শীর্ষে আছে ভারত। সেখানে শিক্ষার হার ৭৪.৪%। সামান্য পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশের শিক্ষার ৭৩.৯%। সবার শেষে থাকা পাকিস্তানের শিক্ষার হার ৫৯.১৩%।

জন্মহার : এই তিনটি দেশই জনবহুল এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি। জন্মহার নিয়ন্ত্রণে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে বাংলাদেশ (২.০)। দ্বিতীয় স্থানে আছে ভারত (২.২) এবং তৃতীয় স্থানে পাকিস্তান (৩.৫)।

গড় আয়ু: এক্ষেত্রেও বাংলাদেশ শিরোপা অর্জন করেছে। এদেশের মানুষের গড় আয়ু ৭২.৩ বছর। ভারতে ৬৯.৪ এবং পাকিস্তানে ৬৭.১ বছর।

বায়ু দূষণ: বায়ু দূষণের সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা ভারতে (৯০.৯)। শীতের মৌসুমে দেশটির রাজধানীসহ বেশ কয়েকটি শহর ধোঁয়াশায় ঢেকে যায়। দ্বিতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ (৬০.৯)। এই ক্ষেত্রে পাকিস্তানের অবস্থা বাকি দুই দেশের চেয়ে ভালো (৫৮.৩)।

বিদ্যুৎতায়ন: বেশি সংখ্যক মানুষকে বিদ্যুতের আওতায় নিয়ে আসায় সবচেয়ে এগিয়ে ভারত (৯৫.২%)। দ্বিতীয় স্থানে আছে বাংলাদেশ (৮৫.২) এবং সবার শেষে পাকিস্তান (৭১.১)।

সামরিক ব্যয় : শীর্ষে আছে বাংলাদেশ (১.৪%)। দ্বিতীয় স্থানে ভারত (২.৪%) এবং পাকিস্তান ৪.০%। সূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া

করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে এবার আশার কথা শোনালো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে নাকাল গোটা বিশ্ব। এই ভাইরাসের তাণ্ডবে ইতোমধ্যে বিধ্বস্ত বিশ্বের অধিকাংশ দেশ। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা আমেরিকা, ব্রাজিল, মেক্সিকো, ব্রিটেন, ইতালি, স্পেন ও ফ্রান্সের।

বিশ্বব্যাপী এখন পর্যন্ত (রবিবার সকাল সাড়ে ১০টা) করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ২ কোটি ১৬ লাখ ১৬ হাজার ৬২৮ জন। এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৭ লাখ ৬৮ হাজার ৯৮৪ জনের।

প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের তাণ্ডবে যখন ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয়েছে গোটা বিশ্ব, তখন আশার কথা শোনালো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। অন্তত ৯টি ভ্যাকসিন অনুমোদনের দৌড়ে আছে বলে জানিয়েছে ডব্লিউএইচও।

এদিকে, রাশিয়ার প্রথম কোভিড ভ্যাকসিন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে সমালোচনা হলেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এর প্রশংসা করেছেন। আর ভ্যাকসিন উৎপাদনে ব্রিটিশ ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান অ্যাস্ট্রা-জেনেকার সঙ্গে চুক্তি করেছে আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকো। প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে ভ্যাকসিন নেবে ইউরোপিয়ান কমিশনও। এছাড়া চীনের ভ্যাকসিনও রয়েছে সাফল্যের দোড়গোড়ায়।

করোনার টিকা নিয়ে শুরু থেকেই কাজ করছে চীন। দেশটির সিনোফার্মের ভ্যাকসিনের সাফল্য অনেক দূর এগিয়েছে। সম্প্রতি সৌদি আরবে তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়াল চালাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি।
আগস্টের শেষ সপ্তাহে রুশ ভ্যাকসিন দেশটির চিকিৎসক ও শিক্ষকদের

প্রয়োগ করা হবে। তবে এ ভ্যাকসিন তড়িঘড়ি করে অনুমোদন দেয়ায় ৫২ শতাংশ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এটি নিতে প্রস্তুত নন বলে জানান। তিন হাজারেরও বেশি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের ওপর চালানো এক জরিপে শুক্রবার এ তথ্য উঠে এসেছে।

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রেও এ ভ্যাকসিন নিয়ে জোর সমালোচনা চলছে। যদিও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, রুশ ভ্যাকসিন নিয়ে তার আশার কথা শোনান।

নভেম্বর বা ডিসেম্বরের আগে যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিনের অনুমোদন পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছেন দেশটির ন্যাশনাল ইন্সটিটিউটস অব হেলথের প্রধান ফ্রান্সিস কলিন্স।

ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান অ্যাস্ট্রা-জেনেকা অক্সফোর্ডের সম্ভাব্য কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকোয় উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়েছে, যা লাতিন আমেরিকার বেশিরভাগ দেশগুলোর জন্য ব্যবহৃত হবে।

এদিকে, ভ্যাকসিনের ১০ কোটি ডোজ পাওয়ার জন্য অ্যাস্ট্রা-জেনেকার সঙ্গে চুক্তি করেছে ব্রাজিল। প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে ৩০০ মিলিয়ন ডোজ ভ্যাকসিন নেবে ইউরোপিয়ান কমিশনও।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা

জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন।

শনিবার সকালে ধানমণ্ডিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দেয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হয় দিনের কর্মসূচি।

করোনার প্রাদুর্ভাবের মধ্যে দলীয় কর্মসূচি সীমিত আকারে পালন

বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় প্রেস ক্লাব, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা শহীদ পরিবার, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি, সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব পরিষদ, বাংলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর, শিশু একাডেমি, বাংলাদেশ বেতার, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, শেখ রাসেল শিশু সংসদ, বিভিন্ন রাষ্টায়ত্ত ব্যাংকের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

পরে রাজধানীর বনানী কবরস্থানে ১৫ আগস্টে নিহতদের কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুর সাজাপ্রাপ্ত খুনিদের ফিরিয়ে আনতে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা আরও জোরদার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দুর্নীতিমুক্ত দেশ গঠন করতে হবে, অসাম্প্রদায়িক চেতনার বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়তে হবে এটাই আমাদের লক্ষ্য।

সূত্র- যুগান্তর

মুর্তজা বশীরের মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শোক

বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার অন্যতম পথিকৃৎ চিত্রশিল্পী ও ভাষাসংগ্রামী মুর্তজা বশীরের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আজ শনিবার পৃথক শোকবার্তায় এ শোক প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী।

এক শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি বলেন, মুর্তজা বশীরের মৃত্যু দেশের শিল্প ও সংস্কৃতি জগতের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তার সৃষ্টি ও কর্ম তরুণ প্রজন্মের জন্য চিরকাল অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

অপর এক শোকবার্তায় শেখ হাসিনা বলেন, দেশের চিত্রকলার বিকাশে মুর্তজা বশীর যে অনন্য অবদান রেখেছেন তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্ররেণা যুগিয়ে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

করোনা আক্রান্ত এ শিল্পী রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার (১৫ আগস্ট) সকাল ৯টা ১০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সূত্র- ইত্তেফাক

খুনিদের ফেরাতে রাজনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদার: কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাঁচ খুনিকে দেশে ফিরিয়ে এনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদার করা হয়েছে।

শনিবার জাতীয় শোক দিবসে বনানী কবরস্থানে ১৫ আগস্টের শহীদদের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি এ কথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘জাতীয় শোক দিবসে যারা জন্মদিন পালন করতো, সেটি এবার না করে কেক কাটার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসায় জনগণ স্বস্তি পেয়েছে। ’

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

জাতীয় শোক দিবস আজ

আজ শোকাবহ ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। বাঙালি জাতির শোকের দিন। ইতিহাসের কলঙ্কিত কালো দিন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে সংঘটিত হয়েছিল এ কলঙ্কিত অধ্যায়। ৪৫ বছর আগে এ দিনে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করেছিল ক্ষমতালোভী নরপিশাচ কুচক্রী মহল। বাঙালির মুক্তির মহানায়ক স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষে যখন ক্ষত-বিক্ষত অবস্থা থেকে দেশটির পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন তখনই ঘটানো হয় ইতিহাসের নির্মম এ ঘটনা। সেই নির্মম ঘটনার বর্ণনায় কবি রফিক আজাদ তার ‘এই সিঁড়ি’ কবিতায় লিখেছেন- ‘সিঁড়ি ভেঙে রক্ত নেমে গেছে-/ স্বপ্নের স্বদেশ ব্যেপে/ সবুজ শস্যের মাঠ বেয়ে/ অমল রক্তের ধারা ব’য়ে গেছে বঙ্গোপসাগরে॥’

সেদিন ঘাতকরা শুধু বঙ্গবন্ধুকেই হত্যা করেনি, তাদের হাতে একে একে প্রাণ হারিয়েছেন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর ছেলে শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শিশু শেখ রাসেল, পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজি জামাল। পৃথিবীর এ জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড থেকে বাঁচতে পারেননি বঙ্গবন্ধুর অনুজ শেখ নাসের, ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তার ছেলে আরিফ ও মেয়ে বেবি, সুকান্তবাবু, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুবনেতা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক শেখ ফজলুল হক মণি, তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি এবং আবদুল নাঈম খান রিন্টু ও কর্নেল জামিলসহ পরিবারের ১৬ সদস্য ও ঘনিষ্ঠজন। এ সময় বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় প্রাণে রক্ষা পান।

প্রতি বছর দিনটি আসে বাঙালির হৃদয়ে শোক আর কষ্টের দীর্ঘশ্বাস হয়ে। পুরো জাতি গভীর শোক ও শ্রদ্ধায় শ্রেষ্ঠ সন্তানকে স্মরণ করে। এ বছর করোনাভাইরাস মহামারী পরিস্থিতিতেও জাতীয় শোক দিবসকে সামনে রেখে আগস্টের প্রথম দিন থেকে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সংগঠন বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে।

আজ জাতীয় শোক দিবস যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যে পালন করা হবে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল

ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলতে নানা পাঁয়তারা করে। শাসকদের রোষানলে বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণও যেন নিষিদ্ধ হয়ে পড়েছিল। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার ঠেকাতে কুখ্যাত ‘ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ’ জারি করেছিল মোশতাক সরকার। দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসীন হলে ‘ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ’ বাতিল করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ উন্মুক্ত করা হয়। বিচার শুরু হয় ১৯৯৮ সালের ৮ নভেম্বর। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাঙালি জাতির ললাটে যে কলঙ্কতিলক পরিয়ে দেয়া হয়েছিল, ৩৫ বছরেরও বেশি সময় পর ২০১০ সালের ২৭ জানুয়ারি সেই কলঙ্ক থেকে জাতির মুক্তি ঘটে। বঙ্গবন্ধু হত্যার চূড়ান্ত বিচারের রায় অনুযায়ী ওই দিন মধ্যরাতের পর পাঁচ খুনির ফাঁসি কার্যকর করা হয়। তবে বিভিন্ন দেশে পলাতক থাকায় আরও কয়েকজন খুনির সাজা এখনও কার্যকর করা যায়নি।

যুগান্তর রিপোর্ট

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

জাতীয় শোক দিবস ও ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা।

শনিবার সকালে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের সামনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি।

এরপর বঙ্গবন্ধুর প্রতি সম্মান জানিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এ সময় সশস্ত্র বাহিনী একটি চৌকস দল তাকে রাষ্ট্রীয় সালাম জানায়। বিউগলে বেজে ওঠে করুণ সুর।

পরে ১৫ আগস্টের শহীদদের রুহের মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন তার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ হোসেন পুতুল।

শ্রদ্ধা নিবেদনের পর বঙ্গবন্ধু ভবনের ভেতরে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ অবস্থান করেন প্রধানমন্ত্রী।

এরপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধানমন্ডি থেকে বনানী কবরস্থানে যান। সেখানে তার মা বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, ভাই শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেলসহ ১৫ আগস্টের শহীদদের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী।

এছাড়া জাতীয় শোক দিবসে আওয়ামী লীগের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে-সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু ভবন এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ সারা দেশে সংগঠনের সব স্তরের কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ ও কালো পতাকা উত্তোলন।

এরপর বাদ জোহর দেশের সব মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল ও সুবিধামতো সময়ে মন্দির, প্যাগোডা, গির্জা, উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হবে। দুপুরে অসচ্ছল, এতিম ও দুস্থ মানুষদের মাঝে খাদ্য বিতরণ করা হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তৎকালীন বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে তিনি ছিলেন সংগ্রামী নেতা। শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ ৬ দফার প্রণেতা ছিলেন। সত্তরের নির্বাচনে অংশ নিয়ে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগকে এ দেশের গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকে পরিণত করেন।

পাকিস্তানের সামরিকজান্তার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলে ষাটের দশক থেকে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের অগ্রনায়কে পরিণত হন।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উত্তাল সমুদ্রে বঙ্গবন্ধু বজ কণ্ঠে ঘোষণা করেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’

এ ঘোষণায় উদ্দীপ্ত, উজ্জীবিত জাতি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছিনিয়ে আনে দেশের স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর অমর কীর্তি এ স্বাধীন বাংলাদেশ।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে সংঘটিত হয়েছিল এ কলঙ্কিত অধ্যায়। ৪৫ বছর আগে এ দিনে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করেছিল ক্ষমতালোভী নরপিশাচ কুচক্রী মহল।

যুগান্তর রিপোর্ট